প্রসংঘঃ ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার সংঘর্ষ।

স্নায়ু যুদ্ধ শেষে গ্রহনযোগ্য সম্ভাব্য মার্কিন বিদেশনীতি সংক্রান্ত স্যামুয়েল পি. হানটিংটনের গবেষণা লব্ধ থিসিস The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order এর বক্তব্যে বিভ্রান্ত হয়ে উচ্চ ডিগ্রীধারী ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক অজ্ঞরা সাম্প্রদায়িকতা নষ্টের কাজে তা ব্যবহার করে চলছে, অর্থ্যাৎ তারা মার্কিন বিদেশনীতি বাস্তবায়নে সাহায্য করে চলছেন।

এখন দেখা যাক Who is Huntington? A Harvard professor and chair of its Academy of International and Area Studies, founder of *Foreign Policy,* past president of the American Political Science Association, and most importantly, former coordinator of security planning for the National Security Council in the late 1970s. In short, he is not just some loopy professor. He is a policy analyst with direct ties to the political, military, and academic networks concerned with foreign policy and now with “homeland security.” His conjectures, however bizarre and unfounded, unfortunately carry some weight. এহেনো ব্যক্তি সোভিয়েত পতনের পর মার্কিন ভূ-রাজনীতি নীতি নির্ধারকদেরকে বুঝাতে সমর্থ হলেন যে রাজনৈতিক আদর্শ নয়, সংস্কৃতিক সাদৃশ্য সমাজ সমূহকে বিসাদৃশ্য সংস্কৃতিক সমাজের প্রতিপক্ষ করে নতুন বিশ্ব অর্ডার উদ্ভাবনের নামে বিশ্ব উত্তেজনা সৃষ্টি করা সম্ভব।

তাই নুতন বিশ্ব উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে হানটিংটন সভ্যতাকে বহুবচন শব্দে রূপান্তর করতঃ মানব সভ্যতাকে পশ্চিমা, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, আফ্রিকান ও ল্যাটিন আমেরিকান (হিসপেনিক) প্রভৃতি নামে বিভাজন করলেন। লক্ষণীয় বিষয় ইহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম বিশ্বাসীদের জন্য পৃথক কোন সভ্যতা চিহ্নিত করা হলো না।

সভ্যতার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সংশ্রয় বা ব্যবস্থ্ (System)কে হানটিংটন সভ্যতা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন, অর্থ্যাৎ সভ্যতা ও সংশ্রয়ের মধ্যে পার্থক্য মুছে দিলেন। মিসরীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট ইউরোপীয় সামাজিক ব্যবস্থা বা সংশ্রয়কে প্রধান্য করে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সাদা-চামরার বিভেদনীতিকে উজ্জীবিত করলেন।

John M. Olin Foundation, Inc. আলোচ্য থিসিসের জন্য হানটিংটনকে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে। স্যার কার্ল পপপারের ফলসিফিকেশন তত্ত্বের মতো হানটিংটনের থিসিসটিও পশ্চিমা পুজিপতি, ইহুদী ও খৃষ্টান রক্ষণশীল কর্তৃক সমাদৃত, কিন্তু জ্ঞানজাগতিক (Academic) মহলে সমালোচিত ও পরিত্যক্ত।

মূলত অস্ত্র ব্যবসা এবং বিদেশী খনিজ সম্পদ লুটের উপর পুজিবাদি মার্কিন অর্থনীতি নির্ভরশীল। আলোচ্য এই ব্যবসায় পুজি বিনিয়োগকারী এবং পুজি বিনিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট, সহায়ক ও স্বার্থান্বেষী সংগঠন, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ মার্কিন রাজনীতির নিয়মক। এদের স্বার্থেই মার্কিন বিদেশনীতি পরিচালিত হয়।

ভূ-রাজনীতিতে উত্তেজনা যত বৃদ্ধি পাবে অস্ত্র ব্যবসায় ততো রমরমা ভাব সৃষ্টি হবে। উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন একটি শত্রুর। উন্নয়ণশীল দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শোষক ও শাসক গোষ্ঠিকে উক্ত শত্রুর ভয় দেখিয়ে তাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়ে ঋৃণে অস্ত্র বিক্রি এবং ঋৃণকৃত অর্থ পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের খনিজ সম্পদ আহরণের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। ফলে উভয় দিক দিয়েই মার্কিন পুজি লাভবান হয়। অতএব উত্তেজনা সৃষ্টি হলো মার্কিন বিদেশনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

স্নায়ু যুদ্ধকালীন সময় শত্রু চিহ্নিত ছিল কমিউনিষ্টেরা, আর বর্তমান কালে মার্কিন বিদেশনীতিতে শত্রু আখ্যায়িত হয়েছে মুসলিম উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি। সামাজিক প্রক্রিয়ায় মার্ক্সবাদী দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রগতিশীলেরা সমাজ অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতিয় ও আন্তর্জাতিক শোষক ও শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। সংশ্লিষ্ট দেশের কমিউনিষ্ট সৃষ্টির জন্য বহিঃশক্তির প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তি সৃষ্টির জন্য বহিঃশক্তির সাহায্য ও সহযোগীতার প্রয়োজন হয়।

সভ্যতা হলো An advance stage of development in arts and science accompanied by corresponding social, political and cultural complexity. অর্থ্যাৎ সংস্কৃতি হলো সভ্যতার অংশ। শাস্ত্র বা ধর্ম, যার অর্থ বিশ্বাস বা বৈশিষ্ট, প্রাচীন মানব সভ্যতার অগ্রগতির ক্যাটালিষ্ট হিসাবে কার্য সম্পাদন করতঃ সমাজিক সংশ্রয় বা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। আবাহমান কাল থেকে বিভিন্ন বিশ্বাস বা বৈশিষ্ট সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছিল। কিন্তু

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের বহির্প্রকাশকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ শক্তি সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানরত দুই সাম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরতার বীজ বপন আরম্ভ করে। নব্য সাম্রাজ্যবাদ শক্তি উক্ত সাম্প্রদায়িকতাকে সম্প্রসারিত ও আধুনিকীকরণ করতঃ অর্থ যোগানের উৎস সৃষ্টি করে দিয়েছে, উদাহরণ বাংলাদেশের জামাত এবং তার অর্থ যোগানদার মার্কিন সমর্থক মধ্যপ্রাচ্যের রাজ্য সমূহ।

নব্য সাম্রাজ্যবাদ তাদের সমর্থিত মুসলিম শাসক গোষ্ঠির মাধ্যমে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র সমূহে উগ্র সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী মতবাদ চাষ করতঃ ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি ও সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে গৃহপালিত গণতন্ত্র রফতানীর ত্রাণকর্তার ভুমিকায় অবতৃণ হয়েছে। উদাহরণ আফগানিস্তান ও ইরাক। অর্থ্যাৎ মার্কিন বিদেশনীতি সাপ হয়ে দংশন করে, ওঝা হয়ে ঝাড়তে আসছে।

সেতারা হাশেম ১২/০১/০৫